NOV. 29 2000

তারিখ ... ... ... ... ... ... ...
পৃষ্ঠা ... ৪ কলাম ... ৫ ...

65

# লালমনিরহাটের মুমূর্ষু গণগ্রন্থাগার

লালমনিরহাট শহরের মিশনপাড়ায় অবস্থিত সরকারি গণগ্রন্থাগারটি বর্তমানে মুমূর্ষুপ্রায়। চালু হওয়ার ৬/৭ বছরের মাথায় এর অধিকাংশ বই চুরি হয়ে গেছে। বইয়ের দীর্ঘ তালিকা থেকে প্রয়োজনীয় বই একটিও খুঁজে পাওয়া যায় না। বই চুরি যাওয়ার প্রধান কারণ হল তদারককারীর অভাব। গ্রন্থাগারের জন্য মোট ৯ জন স্টাফ থাকার কথা। কিন্তু আছে মাত্র ২ জন। একজন সহকারী গ্রন্থাগারিক ও অন্যজন নাইট গার্ড। নাইট গার্ডকে দিনের বেলা গ্রন্থাগারেও ডিউটি করতে হয়। গ্রন্থাগারিকের চেহারা কে কবে দেখেছে জানা নেই। উনি অন্য কাজে ব্যস্ত থাকেন। আসতে মন চায় না। অথচ তিনি একজন সরকারি কর্মকর্তা! সহকারী গ্রন্থাগারিক ও নাইট গার্ডের হাজারো অভিযোগ। এত বিশাল গ্রন্থাগার কি দু'জন লোক দিয়ে চলে? এখানে যারা পড়তে আসেন তারা প্রতিনিয়ত নানা সমস্যার সম্মুখীন হন। পত্রপত্রিকা ঠিকমত থাকে না। সাপ্তাহিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্রিকাগুলো একেবারেই পাওয়া যায় না। অথচ এখানকার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ম্যাগাজিন, পত্রিকা বরাদ্দ রয়েছে।

শহরের এমন একটি স্থানে এই গ্রন্থাগারটি অবস্থিত যার আশপাশে কমপক্ষে দশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের ছেলেমেয়েরা প্রয়োজনীয় তথ্যসূত্র পাওয়ার জন্য এখানে আসে। কিন্তু তা না পেয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে যায় অনেকে। ১৯৯০ সালে সারা দেশে ছয়টি বিলাসবহুল গ্রন্থাগার নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়। মোট ৬৪টি জেলার মধ্যে লটারি হয়। লটারিতে লালমনিরহাট জেলার নাম ওঠে। সে অনুযায়ী এটি নির্মিত হয় এবং ১৯৯২ সালে তৎকালীন সরকারের আমলে এটি উদ্বোধন করা হয়। প্রথমদিকে বছর দুয়েক এর কার্যক্রম ভাল মত চললেও '৯৬ সালের শেষদিকে এখানে অনিয়ম ও নৈরাজ্য দেখা দেয়। বর্তমানে অবস্থা বড়ই বেগতিক। গ্রন্থাগারিকের উদাসীনতা, স্থানীয় প্রশাসনের অসহযোগিতা এবং একশ্রেণীর বই হরণকারীর কারণে দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লালমনিরহাট সরকারি গণগ্রন্থাগারটি আজ মুমূর্ষুপ্রায়। এর দিকে নজর দেয়ার কেউ নেই?

**জিকরুল ইসলাম নিকেল**
মিশনপাড়া, লালমনিরহাট